

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

10 নভেম্বর 2021 (বুধবার)

[সময়কাল: 10.11.2021- 14.11.2021]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisdp@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে এটি দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ আকারে অবস্থান করছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোথাও বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

- জমিতে প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- খোল পোড়া রোগ দমনের জন্য পটাশ সার সমান দু' কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি প্রস্তুতির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তির সংগে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করুন। সফলভাবে রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করুন।
- ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করুন। খোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- শিশির বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ব্লাস্ট রোগের জন্য অনুকূল। এ ধরনের আবহাওয়ায় খোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ৫-৭ দিন পর আরেকবার প্রতি বিঘা জমিতে ৫৪ গ্রাম ট্রুপার ৭৫ ডল্লিউপি/দিফা ৭৫ ডল্লিউপি/ জিল ৭৫ ডল্লিউপি অথবা ৩৩ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডল্লিউজি অথবা ট্রাইসাইক্লোজল/স্ট্রবিন গুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে।
- পাতা মোড়ানো পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিঘাপ্রতি ১৮০-১৯০ গ্রাম কার্টাপ গুপের অথবা ১০ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- দানা গঠন পর্যায়ে গাঙ্গী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গড়ে প্রতি ২-৩টি গোছায় একটি গাঙ্গী পোকা দেখা গেলে কার্বারিল অথবা আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি গুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে বিঘা প্রতি ১৭৫ গ্রাম হারে আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি গুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

গম:

- নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত গম বপন অব্যাহত রাখুন।

আলু:

- নভেম্বর মাস আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আলু লাগানো অব্যাহত রাখুন।
- বীজ লাগানোর পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

ভুট্টা:

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ, ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ, ৬০-৭০ দিনের মধ্যে তৃতীয় সেচ এবং ৮৫-৮৯ দিনের মধ্যে চতুর্থ সেচ প্রয়োগ করুন।

আখ:

- আখের কান্ডের লালপচা (রেড রট) রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগ দেখা মাত্রই জমি থেকে আক্রান্ত গাছ বাড়সহ তুলে ফেলতে হবে।
- আখের কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য আখের গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে উঠিয়ে দিন। পুরানো শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ছাড়িয়ে জড়ো করে পুড়িয়ে অথবা মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে ডিম্ব পরজীবী বোলতা ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিস প্রতি সপ্তাহে হেক্টর প্রতি এক গ্রাম পরিমাণ (আনুমানিক ৫০,০০০ টি) অবমুক্ত করতে হবে। কীটনাশকের সাহায্যে কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি (থায়ামেথোক্সাম + ক্লোরানট্রানিলিপোল) আক্রান্ত আখের বাড়ে ভালোভাবে স্প্রে করুন অথবা কারটাপ জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমন-নকোটাপ ডজি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিন অথবা গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজির হস্ত পরাগায়নের ব্যবস্থা নিন। বিটল পোকা দেখা দিলে সকাল-বিকাল হাত দিয়ে মেরে ফেলুন।
- কুমড়া জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মরিচে মাকড় আক্রমণ করলে এক কেজি আধা ভাঙা নিম্ন বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেকে নেওয়ার পর) পাতার নীচের দিকে স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে বা ভার্টিমেক ১.৮ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- নারিকেল গাছে মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর আক্রান্ত গাছ এবং আশে পাশের কম বয়সী গাছে যে কোন মাকড় নাশক যেমন ওমাইট ৫৭ ইসি ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- কলার বিটল পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে আইসোপ্রোক্যার্ব (এমআইপিসি) গুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পৈপে গাছে মিলি বাগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কান্ড সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে খড়ের সাথে কাঁচা ঘাস ও হাতে তৈরি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- চারপাশের দুর্গন্ধ দূর করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ছিটিয়ে দিন।

হাঁস মুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁস মুরগীকে নিয়মিত টীকা দিন।
- চারপাশের দুর্গন্ধ দূর করতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ছিটিয়ে দিন।

মৎস্য:

- পুকুরের আহরণযোগ্য মাছ বর্তমান সময়ে আহরণ করে পরবর্তী মৌসুমের জন্য পুকুর প্রস্তুত করুন।
- যেসব পুকুরের মাছ আহরণ করা সম্ভব নয় সেগুলোর পানি পরিষ্কার করার জন্য প্রতি শতাংশে ২০০-২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (১০ নভেম্বর ২০২১, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৯ নভেম্বর ২০২১ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১০ নভেম্বর ২০২১ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩১.৬	১৯.৫	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩০.৮	১৮.০
	টাঙ্গাইল	০০	৩১.২	১৭.০		ঈশ্বরদী	০০	৩০.৩	১৮.৩
	ফরিদপুর	০০	৩১.০	১৮.২		বগুড়া	০০	৩০.৫	১৯.০
	মাদারীপুর	০০	৩০.২	১৮.৪		বদলগাছী	০০	৩০.৩	১৬.৬
	গোপালগঞ্জ	০০	৩০.৪	১৭.৪		তাড়াশ	০০	৩১.০	১৮.৫
	নিকলি	০০	৩০.৫	২০.০					
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩১.৩	১৮.০	রংপুর	রংপুর	০০	৩১.০	১৮.৬
	নেত্রকোনা	০০	৩০.০	১৮.০		দিনাজপুর	০০	৩১.৫	১৭.২
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩২.৫	২৩.৫	খুলনা	খুলনা	০০	৩১.৫	১৯.৪
	সন্দ্বীপ	০০	৩৩.৬	২০.৫		মংলা	০০	৩১.৪	২০.০
	সীতাকুন্ড	XX	৩০.৮	XX	সাতক্ষীরা	০০	৩০.৪	১৯.৫	
	রাঙ্গামাটি	০০	৩২.৫	২২.০	যশোর	০০	৩২.০	১৭.৪	
	কুমিল্লা	০০	৩১.৮	১৯.৮	চুয়াডাঙ্গা	০০	৩১.২	১৭.২	
	চাঁদপুর	০০	৩২.৪	২০.০	কুমারখালী	০০	৩০.৮	১৭.০	
	মাইজদীকোট	০০	৩২.৬	২১.৮	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩১.৮	১৮.৫
	ফেনী	০০	৩৪.০	২০.৫		পটুয়াখালী	০০	৩২.০	১৯.৭
	হাতিয়া	XX	৩২.৪	XX		খেপুপাড়া	০০	৩১.২	২০.১
	কক্সবাজার	০০	৩৩.৩	২৪.৬		ভোলা	০০	৩১.৪	১৮.৬
কুতুবদিয়া	০০	৩১.৮	২২.৬						
টেকনাফ	XX	৩০.৮	XX						
সিলেট	সিলেট	০০	৩১.৯	১৮.৩					
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩২.৩	১৯.২					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

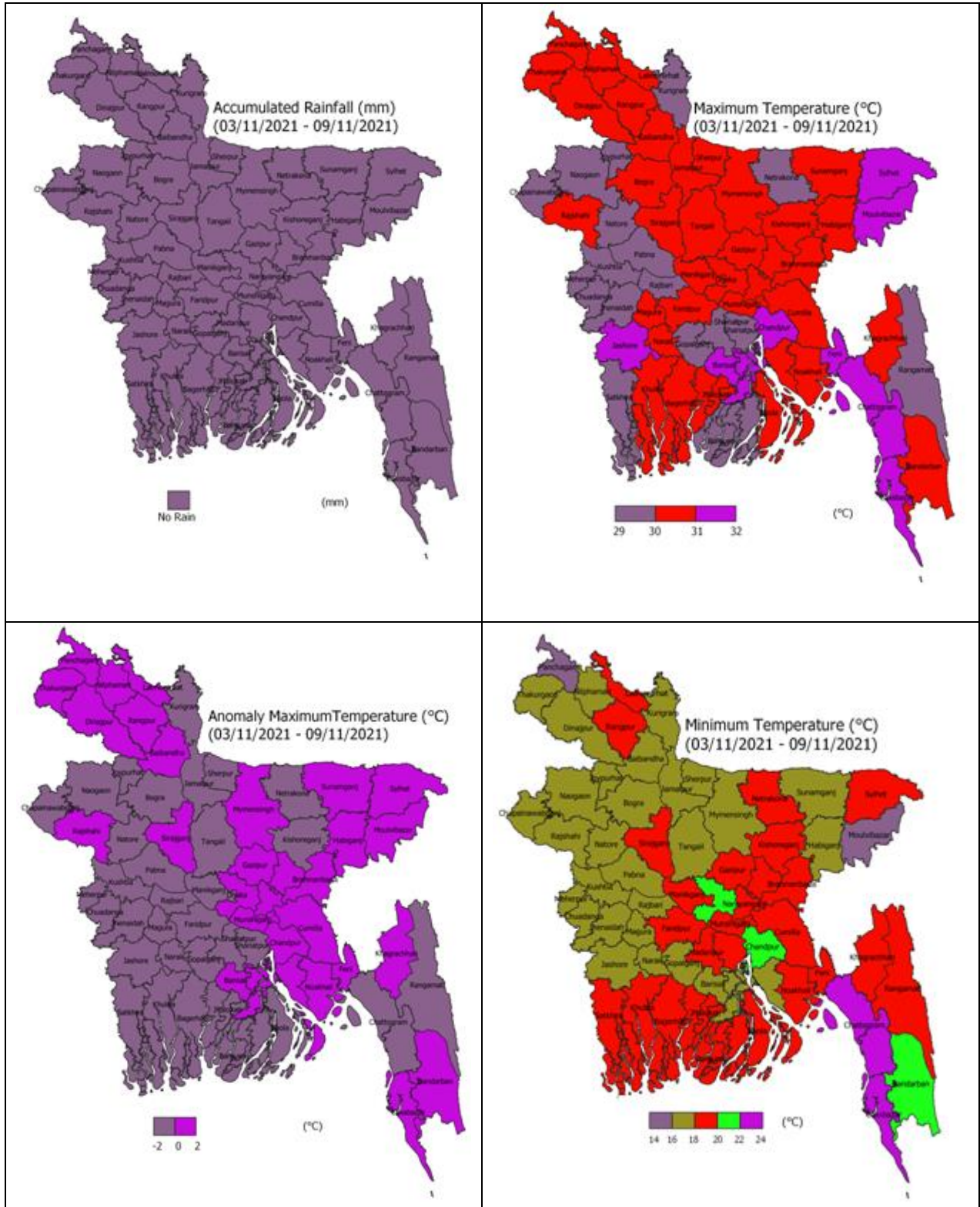
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৮.৩২ ঘণ্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.১১ মিঃ মিঃ ছিল।

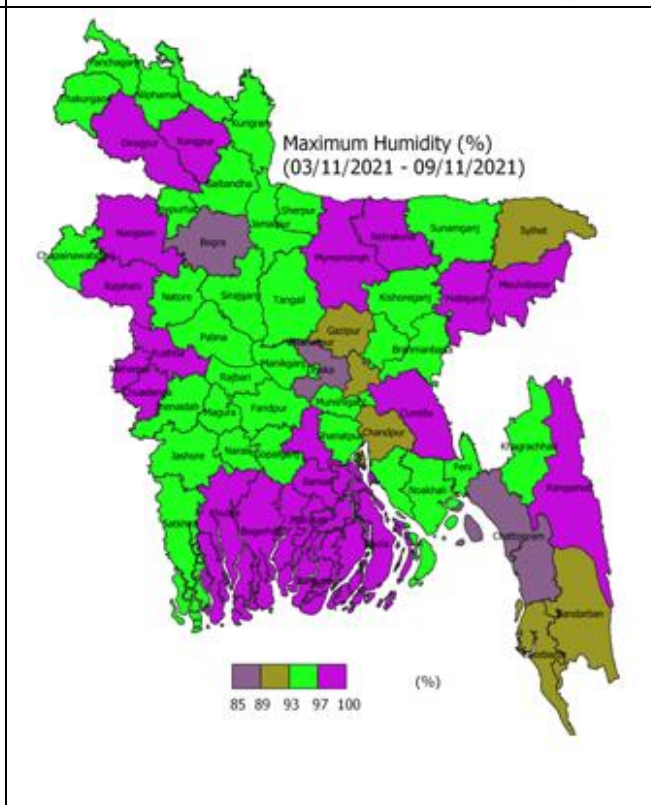
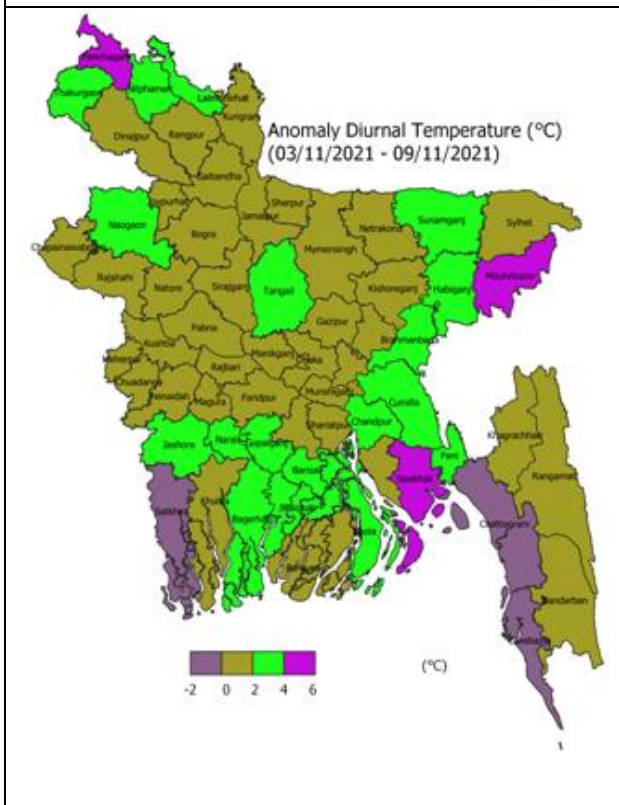
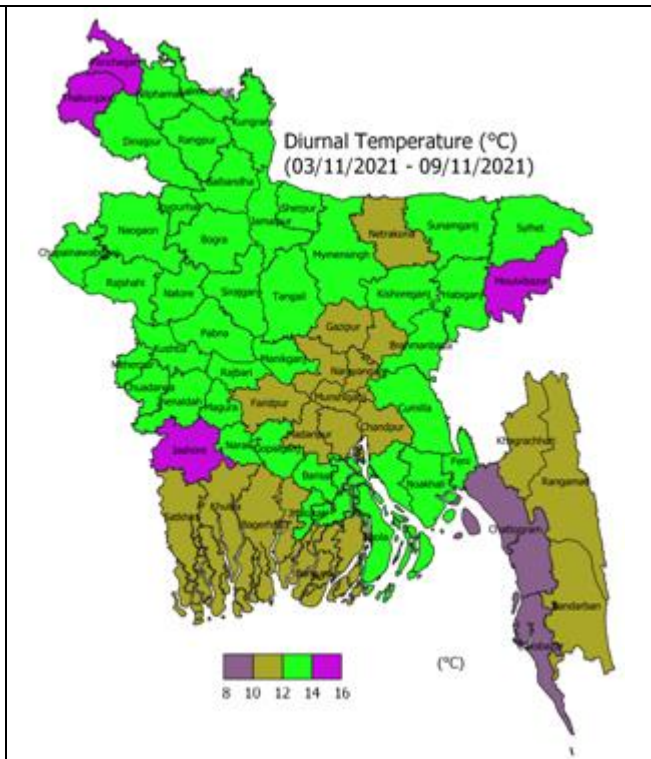
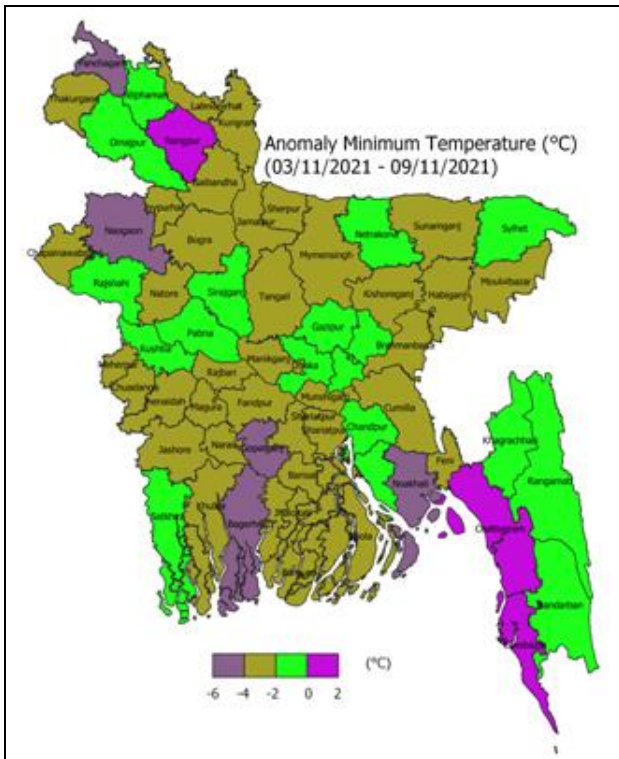
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

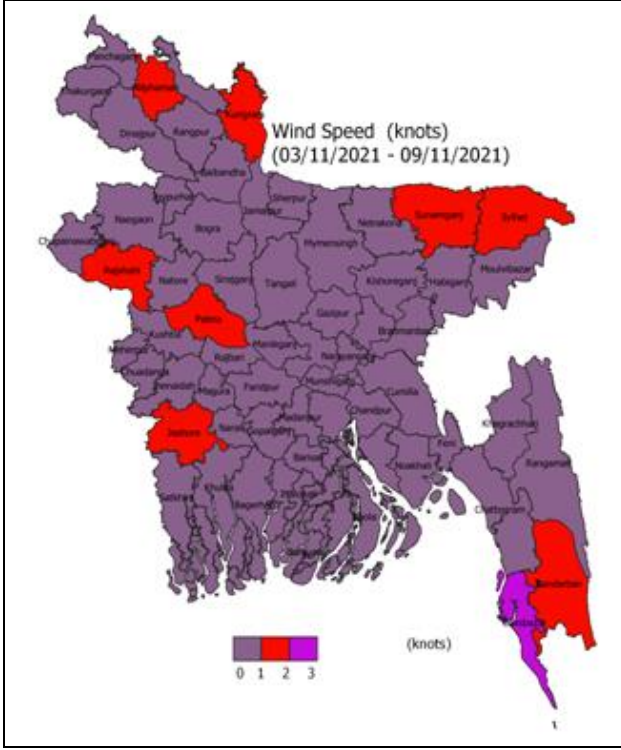
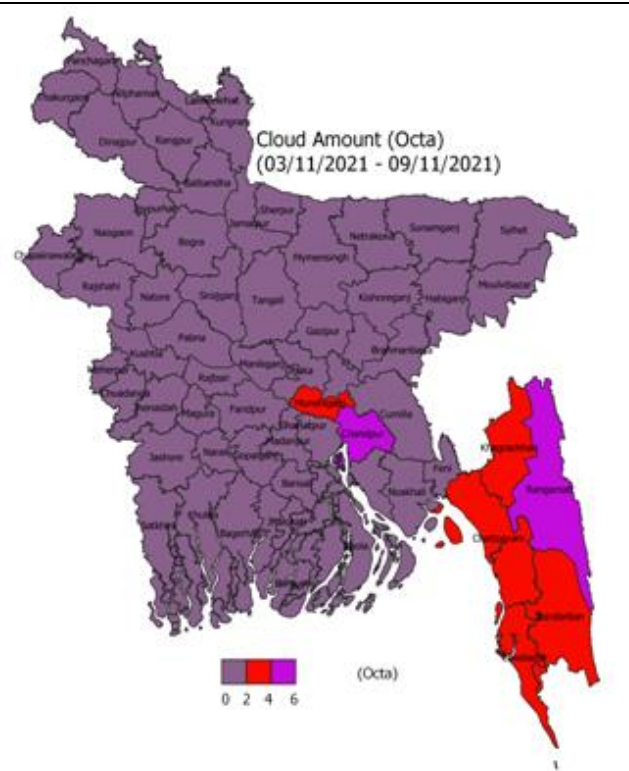
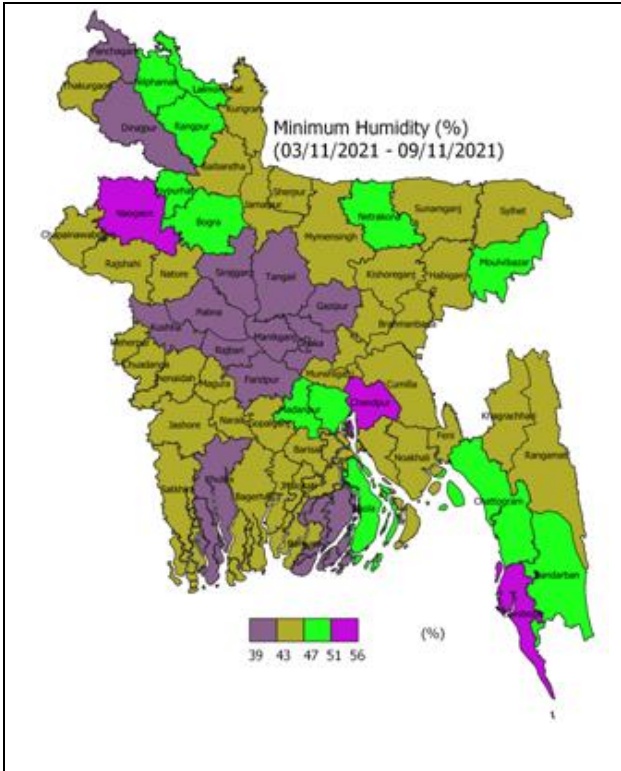
পূর্বাভাসঃ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৯ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

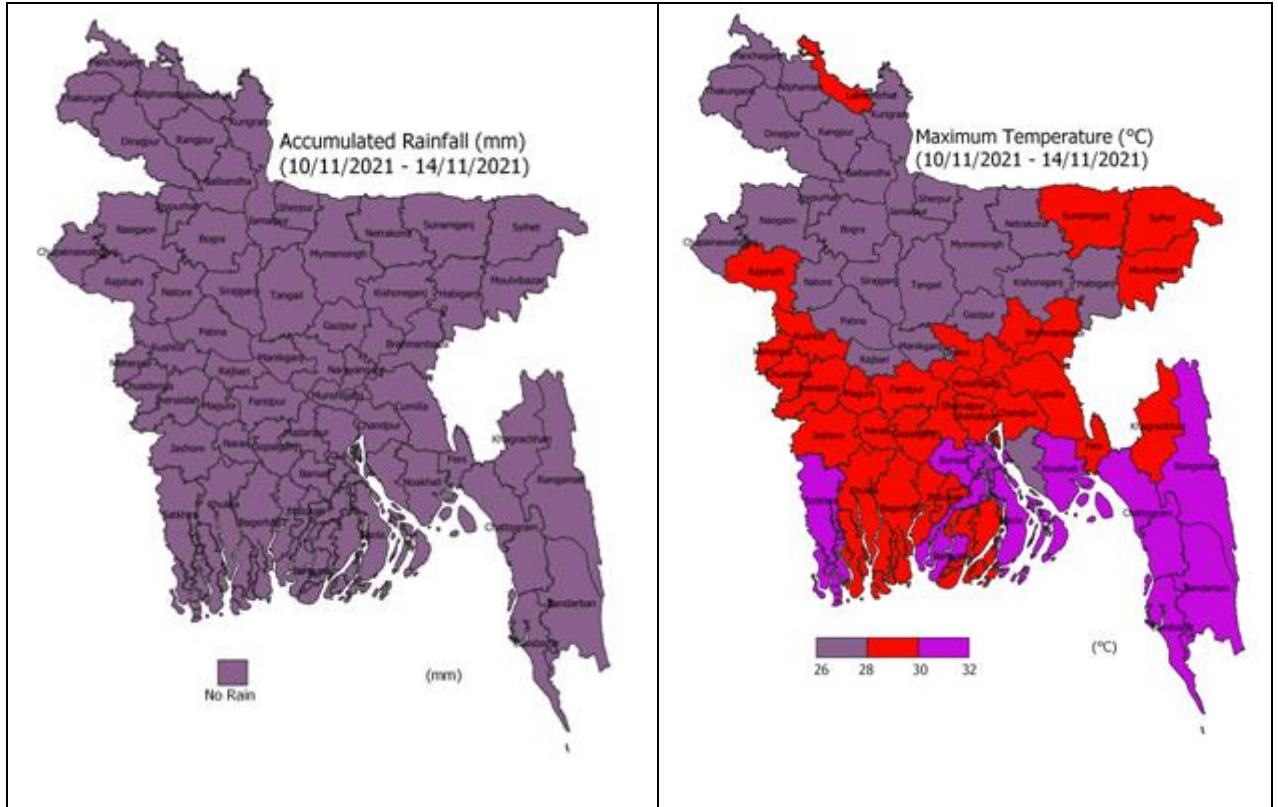
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০৮/১১/২০২১ হতে ১৪/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত:

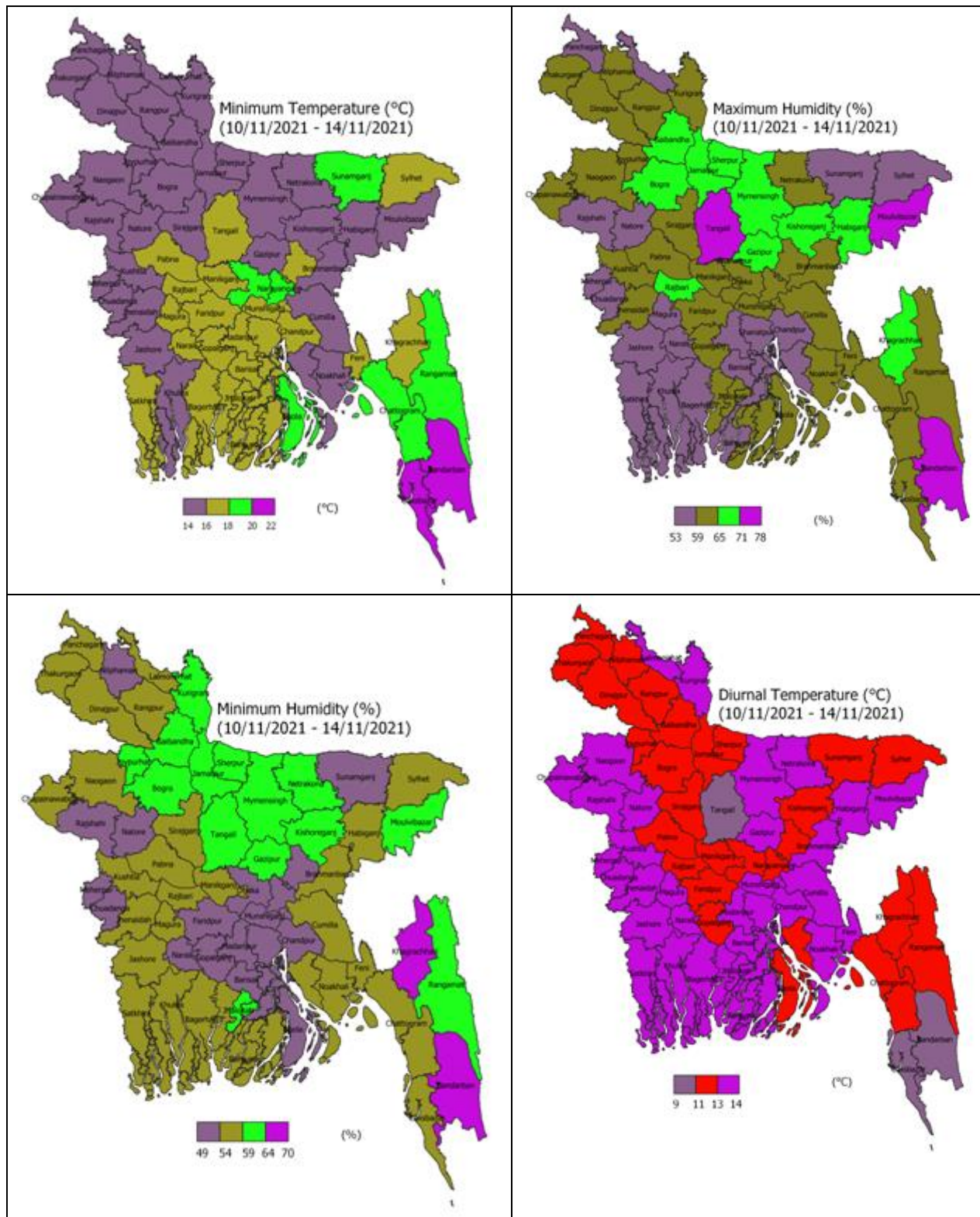
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৭৫ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।

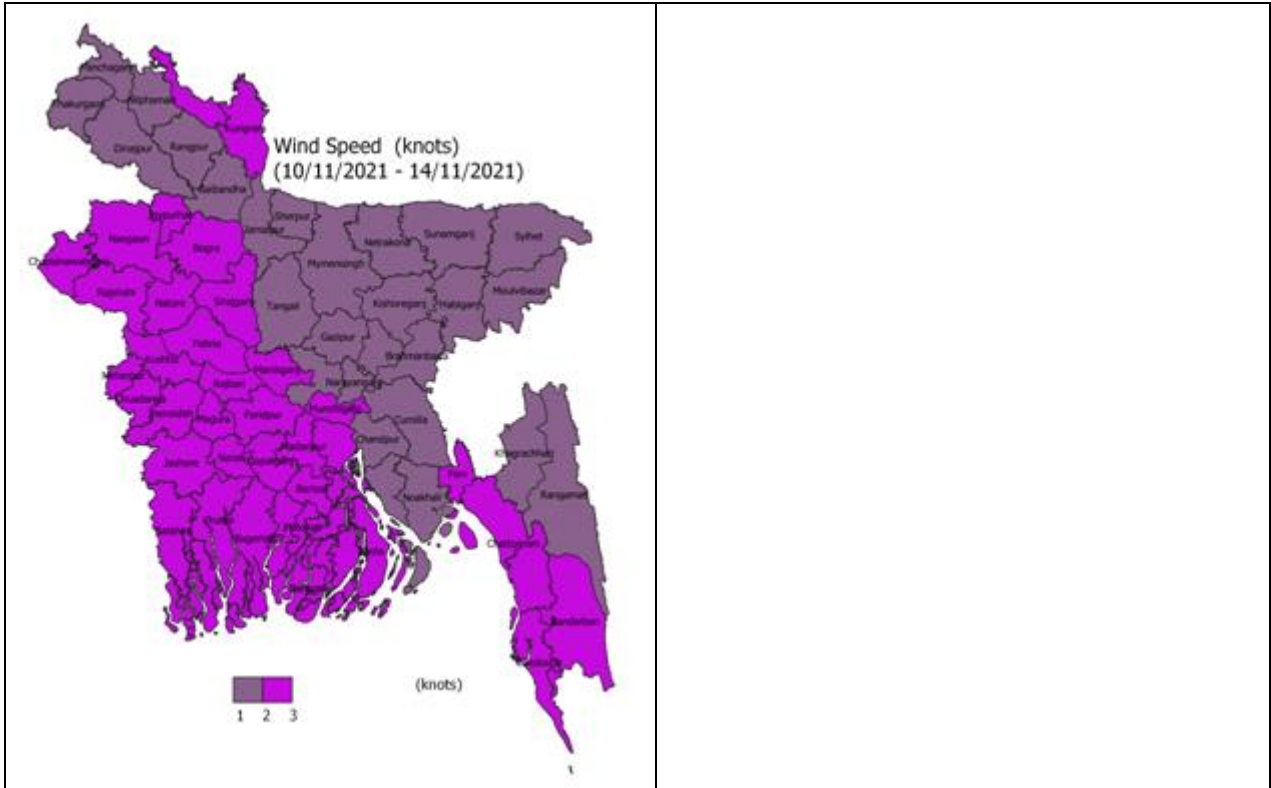
এ সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.২৫ মিঃ মিঃ থেকে ৪.২৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুই-এক জায়গায় হালকা/গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।
- এ সময় দেশের উত্তরাঞ্চল এবং নদী অববাহিকায় ভোর হতে সকাল পর্যন্ত হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং দ্বিতীয়ার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১০ নভেম্বর হতে ১৪ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

